প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **নড়াইল**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১৬ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**ডা. নীহার রঞ্জন গুপ্তের বাড়ী**		লোহাগড়া ইতনা	২৩°০৯'২৩.২" উ. ৮৯°৪১'২৮.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮২৭)	ডা. হীহার রঞ্জন গুপ্তের বাড়িতে একটি দ্বিতর দালান ও একটি মন্দির রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত বাড়ীর দালানটির নির্মাণশৈলী সাধারণ মানের। প্রায় ৭০ শতাংশ জায়গায় উপর নির্মিত গাছগাছালিতে ঘেরা দ্বিতল বাড়ির উত্তর দিকের ২য় তলায় বারান্দাসহ তিনটি কক্ষ ও একটি মন্দির এবং দক্ষিণের নিচ তলায় ০৭টি কক্ষ ও খিলানযুক্ত সরু বারান্দা রয়েছে। বাড়ির দরজা, জানালা, দেয়াল ও আলমারিতে ফুল ও লতাপাতার অলংকরণ খচিত কারুকার্যময়। বাড়ির সামনে দিকে একটি পুকুর রয়েছে।
২.	**জোড় বাংলা মন্দির (কোটাকোল)**		লোহাগড়া কোটাকোল	২৩°০৭'২৮.১" উ. ৮৯°৪০'০৮.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ আগস্ট, ২০০৬ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৬)	জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, রাজা প্রতাপাদিত্য এটি নির্মাণ করেন। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। বাংলার ঐতিহ্যবাহী দোচালা ধাঁচে নির্মিত এ মন্দিরের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ও পোড়ামাটির শিল্পরুপ বিশ্লেষণে মনে হয়, এটি খ্রিস্টীয় ১০ম শতকে নির্মিত। এ মন্দিরটি গোবিন্দ দেবের জোড়বাংলা মন্দির হিসেবেও পরিচিত।
৩.	**প্রাচীন চাকলানবীশ মন্দিরগুচ্ছ (গোবিন্দ দেবের জোড়বাংলা মন্দির, দোলমন্দির, মহাদেব/শিব মন্দির ও ভৈরব মন্দির)**	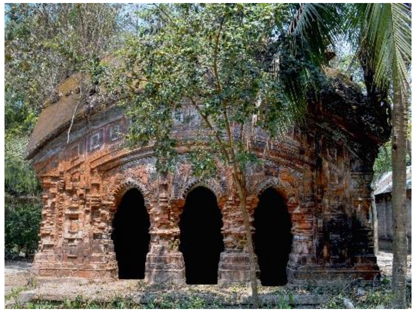 	লোহাগড়া শালনগর	২৩°১৬'৩৩.০" উ. ৮৯°৩৮'১৪.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৫৮)	প্রাচীন চাকলানবীশ মন্দিরগুচ্ছ-এর মধ্যে গোবিন্দ দেবের জোড়বাংলা মন্দির, দোলমঞ্চ, ভৈরব মন্দির, শিব মন্দির ও দুর্গা মন্দির উল্লেখযোগ্য। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, চাকলানবীশ জমিদার আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৭-১৮ শতকে এ মন্দিরগুচ্ছ নির্মাণ করেন।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**জমিদার মণিবাবুর বাড়ি**		লোহাগড়া	২৩°১০'৩০.৭২" উ. ৮৯°৩৯'৮.৮২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৪ মার্চ, ২০২২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪৪)	আনুমানিক ১২৯৭ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত জমিদার মণিবাবুর বাড়ি কালের স্বাক্ষী হয়ে আজও দাড়িয়ে আছে। এছাড়া বিদ্যমান বাড়িটিতে একটি দ্বিতল প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছে ও উত্তর পাশে শান বাঁধানো ঘাটযুক্ত একটি পুকুর এবং দক্ষিণ পাশে মাটির তৈরি একটি মন্দির রয়েছে। দ্বিতল প্রাসাদটি ইংরেজি বর্ণ ‘খ’ আকৃতির ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। বাড়িটিতে ইটের গাঁথুনির সাথে চুন-সুরকি মসলা ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতল প্রাসাদটির সামনে ও পিছনে বারান্দা ও নিচ তলায় ০৭টি কক্ষ এবং নিচ তলার আদলে দ্বিতীয় তলা নির্মিত হলেও সেখানে ০৬টি কক্ষ রয়েছে। দক্ষিণ দিকের সামনের বারান্দার সামনে ১২টি আস্তরবিহীন পিলার রয়েছে এবং পিলারসমূহের নিচ তলার মেঝে থেকে দ্বিতীয় তলায় ছাদের সাথে সংযুক্ত। দালানে খিলান বিশিষ্ট দরজা ও জানালা রয়েছে। দরজা ও জানালায় খড়খড়ি বিশিষ্ট ও প্যানেল খচিত কপাট ব্যবহার করা হয়েছে।
৫.	**হাটবাড়িয়া জমিদার বাড়ি রাধা গোবিন্দ মন্দির**		নড়াইল সদর	২৩°০৯'৩৮.৯" উ. ৮৯°২৯'৩৮.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৪ মার্চ, ২০২২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪৪)	ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ করে প্রতীয়মান হয় যে, জমিদার বাড়ীটি আনুমানিক ১৯০০ শতকের প্রতিষ্ঠিত। বাড়িটিতে বর্তমানে একটি দূর্গা মন্দির, তৎসংলগ্ন ধ্বাংসাবশেষ বিশিষ্ট পাকা মেঝে ও একটি পুকুর রয়েছে। দূর্গা মন্দিরটি আয়তকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। এই স্থাপনাটি চুন-সুরকির উপাদানে নির্মাণ করা হয়।
৬.	**রাজা কেশব রায়ের বাড়ি ঢিবি**		নড়াইল সদর	২৩°০৭'৩৭.৪" উ. ৮৯°৩০'০১.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৪ মার্চ, ২০২২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪৫)	ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিভিন্ন গ্রন্থ পর্যালোচনা করে ধারণা করা যায়, তিন শত বছর পূর্বে রাজা কেশব রায়ের বাড়িটি ছিল উক্ত স্থানে। রাজা কেশব রায় ভারতের পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলা থেকে এখানে এসে রাজ বাড়িটি নির্মাণ করে বলে অনুমেয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	**কথিত পাতাল ভেদি রাজার রাজবাড়ী ঢিবি**		নড়াইল সদর নয়াবাড়ি, হবখালি	২৩°১৫'৩৮.২" উ. ৮৯°৩০'৩৩.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৪ মার্চ, ২০২২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪৫)	পাতাল ভেদি রাজার রাজবাড়ী ঢিবিটি আনুমানিক ৬০০-৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত। রাজবাড়ীটির সুড়ঙ্গ পথ, পরিখা এবং দুর্গই হলো নড়াইল জেলার প্রাচীন স্থাপনার আদি নিদর্শন বলে অনুমেয়।। কথিত পাতাল ভেদি রাজার রাজবাড়ী অনেক আগেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে ঢিবি আকারে আছে। ধ্বংসাবশেষের একটি ঢিবি, রাজবাড়ীর একটি বেষ্টনী ও দু'টি পুকুর কালের স্বাক্ষী হিসেবে এখনো টিকে আছে। রাজবাড়ীর স্থাপনায় ব্যবহৃত পাতলা ইট ও চুন-সুরকি মিশ্রণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।
৮.	**পোদ্দার বাড়ি**		লোহাগড়া	২৩°১১'২৩.৩১৬" উ. ৮৯°৩৮'৫৮.৮১২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৫ মে, ২০২২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৮)	আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৯ শতকের শেষার্ধে লোহাগড়ায় দারক নাথ পোদ্দার নামে একজন জমিদার ছিলেন। এ জমিদার লোহাগড়া জয়পুরে বসবাসের জন্য নির্মাণ করেন সুরম্য একটি দ্বিতল প্রাসাদ, একটি মন্দির, দু'টি একতলা দালান এবং তৎসংলগ্ন একটি শান বাঁধানো ঘাটযুক্ত পুকুর।
৯.	**হযরত শাহ দেওয়ান ফয়জুল্লাহ (রহ.) এর নির্মিত নিদর্শন**		লোহাগড়া	২৩°১১'৩.৯৪৮" উ. ৮৯°৩৭'৫৯.০১৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৫ মে, ২০২২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৮)	আনুমানিক ৩০০-৩৫০ বছর আগে হযরত শাহ দেওয়ান ফয়জুল্লাহ (রহ.) স্থাপনাগুলো নির্মিত হয়। দু'টি ছোট আকারের মসজিদ, মাজার, একটি পুকুর ও একটি দিঘি কালের সাক্ষী হয়ে আছে। এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ দু'টির একটি পুরুষের জন্য অপরটি মহিলাদের জন্য নির্মিত বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০.	**রায়গ্রাম ঘোষবাড়ি শিব মন্দির**		লোহাগড়া রায়গ্রাম, নোয়াগ্রাম	২৩°১২'৫৬.৭" উ. ৮৯°৩৫'৯.৫২৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৫ মে, ২০২২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৫)	লোহাগড়া রায়গ্রাম ঘোষবাড়ি শিব মন্দির ও জোড়বাংলা মন্দির সেনাহতি সীতারাম রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম শংকর ঘোষ ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। প্রত্নস্থাপনা দু'টি রায় গ্রামের নব গঙ্গা নদীর তীওে অবস্থিত। শিব মন্দিরটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় তৈরি এ মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৪.৩৭ মিটার (দেয়ালসহ)। এক কক্ষবিশিষ্ট এ মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দেয়ালে একটি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথে প্লান্ট থ্রি খিলানের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আর আয়তকার ভূমি পরিকল্পনায় তৈরি এ মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৮.৫৪ মিটার ও প্রস্থ ৭ মিটার (দেয়ালসহ)। উত্তর মুখি মন্দিরটি তৈরী করতে পাতলা ইট ও চুন-সুরকি ব্যবহার করা হয়। মন্দির দু'টি কালের স্বাক্ষী হয়ে আজও দাড়িয়ে রয়েছে।
১১.	**রায়গ্রাম ঘোষবাড়ি জোড়বাংলা মন্দির**	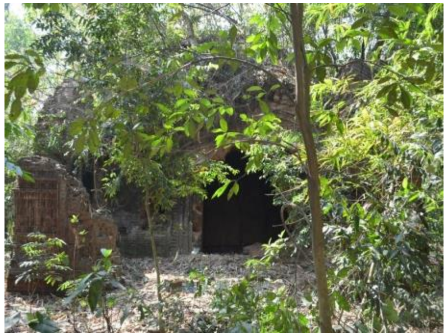	লোহাগড়া রায়গ্রাম, নোয়াগ্রাম	২৩°১২'৫৬.৭" উ. ৮৯°৩৫'৯.৫২৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৫ মে, ২০২২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৬)	লোহাগড়া রায়গ্রাম ঘোষবাড়ি শিব মন্দির ও জোড়বাংলা মন্দির সেনাহতি সীতারাম রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম শংকর ঘোষ ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। প্রত্নস্থাপনা দু'টি রায় গ্রামের নব গঙ্গা নদীর তীওে অবস্থিত। শিব মন্দিরটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় তৈরি এ মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৪.৩৭ মিটার (দেয়ালসহ)। এক কক্ষবিশিষ্ট এ মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দেয়ালে একটি কওে প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথে প্লান্ট থ্রি খিলানের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।আর আয়তকার ভূমি পরিকল্পনায় তৈরি এ মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৮.৫৪ মিটার ও প্রস্থ ৭ মিটার (দেয়ালসহ)। উত্তর মুখি মন্দিরটি তৈরী করতে পাতলা ইট ও চুন-সুরকি ব্যবহার করা হয়। মন্দির দু'টি কালের স্বাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে।
১২.	**রাণী রাশমণি এস্টেটের কাচারি বাড়ি**		কালিয়া	২৩°০১'৪২.১৩২" উ. ৮৯°৪৩'৩৩.৪২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৫ মে, ২০২২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৬)	ঔপনিবেশিক আমলের শেষ দিকে বিখ্যাত জমিদার রাণী রাশমণির মকিমপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত কাচারি, দোলমঞ্চ,দিঘিসহ অন্যান্য স্থাপনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব রয়েছে। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী জানা যায়, রাণী রাশমণি এস্টেটের আলোচ্য স্থান থেকে নড়াগাতি পর্যন্ত রাণীর এস্টেটের কাচারি বাড়ি স্থাপন করেছিলেন। স্থাপত্যিক শৈলী কাচারি বাড়ি, দোলমঞ্চ সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ শৈলী ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট সম্বলিত হলেও ক্ষেত্র বিশেষে মোগল স্থাপত্যিক রীতির কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শান বাঁধানো প্রাচীন দিঘি তৎকালের প্রজাসাধারণের পানীয় জলের চাহিদা নিবারণের জন্য নির্মিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩.	**সরকারি আদর্শ মহাবিদ্যালয় লোহাগড়া প্রাঙ্গণে জোড়বাংলা মন্দির**		লোহাগড়া	২৩°১১'৩৩.৪৩২" উ. ৮৯°৩৯' ১২.৫২৮ পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৫ মে, ২০২২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৬)	জনশ্রুতি ও গ্রন্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে জানা যায়, রায় বাহাদুর শ্রীনাথ মজুমদার প্রায় খ্রিস্টীয় ১৮-১৯ শতকে লোহাগড়ার একজন জমিদার ছিলেন। বাংলার স্থাপত্যিক ধারার প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত গ্রামীন খড়ের কুঁড়ে ঘর তৈরি ধারণা থেকেই দোচালা জোড়বাংলা স্থাপত্য নির্মাণের উদ্ভব বলে মনে করা হয়। জোড়বাংলা মন্দির সাধারণত শ্রী কৃষ্ণের মূর্তির (রাধা গোবিন্দের) জন্য নির্মিত। তৎকালীন বাংলার আর্থ- সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাস গবেষণায় জোড় বাংলা স্থাপত্য শৈলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধ্যাপক ড. আয়েশা বেগমের মতে, ''জোড়বাংলা মন্দির স্থাপত্যে যে জাগরণ লক্ষ্য করা যায়, জোড়বাংলা মন্দির সেই জাগরণের সফল বাস্তবায়ন, যা সম্পূর্ণরূপেই বাঙালীর নিজস্ব চিন্তা, চেতনা, মনন, সৃষ্টিশীলতা ও ঐতিহ্যের পরিচায়ক।
১৪.	**নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাচীন ভবনসমূহ**	 	নড়াইল সদর	২৩°০৯'৪৬" উ. ৮৯°৩০'০.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৫ মে, ২০২২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৭)	ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনা এবং স্থাপত্যশৈলী পর্যবেক্ষণ করে প্রতীয়মান হয় যে, আনুমানিক ১৮৮৬ সালের প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাচীন ভবনসমূহ কালের স্বাক্ষী হয়ে আজও দাড়িয়ে আছে। ভবন দু'টির মধ্যে একটি পরিত্যক্ত অপরটিতে দর্শন বিভাগের অধ্যায়ন কাজের জন্য চালু করা হয়েছে। দর্শন বিভাগের প্রাচীন ভবনটি ষোলভূজাকার ভূমি পরিকল্পনায় এবং পরিত্যক্ত ভবনটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। প্রাচীন ভবন দু'টিতে ইটের গাঁথুনির সাথে চুন-সুরকি ব্যবহার করা হয়েছে। একতলা বিশিষ্ট এ ভবনের দরজা ও জানালায় অর্ধবৃত্তাকার খিলান সংযুক্ত। পরিত্যক্ত দালানটির সামনে ০৬টি পিলারের উপর দণ্ডায়মান তোরণ এবং তিনটি প্রবেশ পথ আছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫.	**উদর শংকর ও রবি শংকরের পৈতৃক বাড়ি**		কালিয়া	২৩°০২'২৯.৯৯৮" উ. ৮৯°৩৭'৫০.৫০২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৫ মে, ২০২২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৭)	প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী এবং শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী সংগীতজ্ঞ শ্রী রবি শংকরের পৈতৃক বাড়ি ‘শংকর ভবন’ যা স্থানীয়ভাবে কালিয়া ডাকবাংলো হিসাবে পরিচিত এবং বর্তমানে এটি একটি অঘোষিত পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। দেশের নানা প্রান্ত হতে হাজার হাজার দর্শণার্থী এখানে পরিদর্শনে আসে এবং দর্শনার্থীগণ পর্যটন কেন্দ্রটিকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণার জোড় দাবি জানান। স্থাপত্যটি সেই মহান ব্যক্তির স্মৃতির ধারক তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের মেডিসনস্কোরে কনসার্ট ফর বাংলাদেশের আয়োজন করেন।
১৬.	**রাণী রাশমণি কাচারি, দোলমঞ্চ ও দিঘি**	 	লোহাগড়া	২৩°৯'৬.২৬৪" উ. ৮৯°৪২'৩৯.০২৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৫ মে, ২০২২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৭)	ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের শেষ দিকে বিখ্যাত জমিদার রাণী রাশমণির মকিমপুর পরগণার অর্ন্তভূক্ত কাচারি, দোলমঞ্চ, দিঘিসহ অন্যান্য স্থাপনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব রয়েছে। স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, রাণী রাশমণি এস্টেটের আলোচ্য স্থান থেকে নড়াগাতি পর্যন্ত রাণীর এস্টেটের কাচারি বাড়ি স্থাপন করেছিলেন। কাচারি বাড়ি, দোলমঞ্চ সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ শৈলী ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট সম্বলিত হলেও ক্ষেত্র বিশেষে মুগল স্থাপত্যিক রীতির কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শান বাঁধানো প্রাচীন দিঘি তৎকালের প্রজাসাধারণের পানীয় জলের চাহিদা নিবারণের জন্য নির্মিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। ফলে দিঘিটিরও গুরুত্ব রয়েছে। যা আজও কালের স্বাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে রয়েছে।